আমি
যশোধরা রায়চৌধুরী

এখন আমি সব পারি।
পারি এক সিটিঙে আঠাশটা কবিতা.
টেবিলে কনুই রেখে, কাগজে কলম রেখে এখন পরপর
আঠাশ উদগারে আমি লিখে ফেলি কস টিপে ধরে
প্রত্যয়িত কপিটি আমার
ভালো থাকিবার।

এখন আমি সব পারি।
পারি মন খারাপ ছেড়ে, ফেলে হালকা ফুলকা পোশাকধারণ
পারি চাবুক হাসিটি, কারণ আমার এখন
খুব দুঃখেও কান্না পাওয়া একদম বারণ।

এখন আমি আর ভালো কবিতা আর খারাপ কবিতার প্রভেদ দেখিনা
আমি আর বিভেদ রাখি না কোন
সত্যি কথা আর মিথ্যে কথার

এখন আমি সব পারি
এক সিটিঙে পঁচিশরকম মানবিকতা
যেকোনো বিষয়ে আমি কথা বলে যেতে পারি অনন্ত বাইশ মিনিট
অনন্ত তিনরকম অবস্থান থেকে

এখন আমি সব পারি
কেবল অনুশোচনা পারিনা

সবুরের মেওয়া
সুদীপ আচার্য

পথ গিয়েছে হাটে এবে সাগর হলো নদী
বউ গিয়েছে বুনতে মাঠে আলোর দামালবীজ.
বাজার গেল বিশ্ব ছুঁতে ভিন্‌পুরুষের সাথে
লক্ষ্মী সোনা সবুর করো স্বপ্ন বুনেছি.
এপিঠ ওপিঠ দুপিঠ মানুষ তবুও মাঝে ফাঁক
ওইখানে ভয় ঘরপোড়া সেই গরুর চোখে সাঁঝ।
দিনের আলো নিভে এল সূয্যি তেপান্তরে
আমদানি হয় পায়রা সুখের আনন্দে ঘর ভরে।
পথ গিয়েছে হাটে এবং সাগর হল নদী
কাঁঠালের আমসত্ব দেব সবুর করো যদি।

টুকরো টাকরা
ঋতম সেন
১.
আমাকে শেখালে তুমি মারাদাঙ্গা মদ গাঁজা ঘুম
ঘুমে শিখি সিঁড়িভাঙ্গা স্বপ্নকে বাওয়ালে নিঝুম।
আলো করলে অন্ধ শিখি, দরজা খুললে শিখি বন্ধ ঘর
মেঘ ছোঁয়ালে রোদটোদ, শীত চোঁয়ালে টুকরো ভয়ডর
শারুখ খান তার থেকে ক্যারিজমা ও ম্যানার আশিকি
প্রতিদিন দেখা হলে-আরো তীব্র চুমু খেতে শিখি।

২.
তোমারে যা দিয়েছিনু প্রায় সবই অকিঞ্চিৎকর
পরিচিত পায়চারি, ভালোবাসি বিষম চিৎকার
অথচ লোকে যা নয় তাই দেয়, চকোলেট, ফুল
অযাচিত লিফট থেকে শুরু করে রাজোচিত ভুল
লুকোচুরি করছে তাই হৃদয়ের অগোচরে পাপ
কালবৈশাখী মেখে বাড়ি ফিরি
ক্যালেন্ডারে ঝরে যায় তব হস্তে না দেওয়া গোলাপ।

নির্জনের জন্য সনেট -৬
ঋজুরেখ চক্রবর্তী

সে এসে দাঁড়াল কাছে...নির্জনে...নির্জনের পাশে...
এ অবধি গীতিকবিতার মায়া। কিছুটা অভ্যাসে,
কিছুটা সংযমে, মোহে অতঃপর তুমিও, নির্জন,
প্রাজ্ঞ, সামাজিক, চুপ। নিশাকাল বিন্যাসের ঋণ।

নিশাকাল স্তব্ধতারও। চিরায়ত অনলভঙ্গিমা
চেনে মূক অনন্তশয়ান, চেনে অক্ষ ও দ্রাঘিমা
সেই মহাশূন্যতার। তুমি তার পারঙ্গম আলো।
নির্জন, তোমাকে ঘিরে সেও রাত বিনিদ্র কাটাল।

অতঃপর বেঁচে থাকা নান্দনিক অভ্যাসবশত।
দূরে, দেখো...দূরে, দেখো...দূরে ওই আভূমিপ্রণত
নীলাকাশ যেমন ছায়ার মোহে শরীরী বিভ্রম,
তুমিও ততটা সত্য, ততদূর রোগহরক্ষম.

নির্জন, তোমাকে ঘিরে অভ্যাসবশত বেঁচে থাকা...
তীব্র অনীহার লিপি অর্থহীন জলরঙে আঁকা।